গৃহপাঠ্য পুস্তকাবলী।

THE GIPSY GIRL.

বেদিয়া বালিকা।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস।)

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত সঙ্কলিত
ও
শ্রীআশুতোষ ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা

২১০/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৪।

মুখবন্ধ।

'বেদিয়া বালিকা' কারা-কুসুমিকার ন্যায় একটী ফরাসী উপন্যাস অবলম্বনে লিখিত। ইহার আগা গোড়া ভেল্‌কীর কাণ্ড। সহৃদয় পাঠক! ইহা পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারিবে না, সুতরাং ইহার সম্বন্ধে অধিক ভণিতা করা বাহুল্য। সংক্ষেপে এই বলা যায়, ইহা পড়িতে পড়িতে যত হাসিতে চাও, হাসিবে; কাঁদিতে চাও, কাঁদিবে। কিন্তু এই হাসির মধ্যে দুঃখ এবং কান্নার মধ্যে সুখ আছে, তাহা না হইলে ভেল্‌কীর কাণ্ড হইবে কেন? আর একটী কথা এই, সকল ভেল্‌কী অপেক্ষা ধর্ম্মের ভেল্‌কী অধিক আশ্চর্য্য। লোকে ইহা দেখে না, কিন্তু ইহা বড় সত্য। বেদিয়া-বালিকা ইহা সপ্রমাণ করিবে। 'ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে নরকের মধ্যে স্বর্গের পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় এবং সাধুতার পরিণাম সুখকর' এই মহা সত্যটী এই ক্ষুদ্র উপন্যাস পাঠে যদি কাহারও হৃদ্‌গত হয়, তাহা হইলে ইহার প্রচারের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়
মাঘ ১২৯০ } প্রকাশক।

বেদিয়া বালিকা।

প্রথম অধ্যায়।

১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্টার * পর্ব্বোপলক্ষে পারিস নগরের এক ধর্ম্মমন্দিরে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনুমান দ্বাদশ ত্রয়োদশ বৎসরের একটী বালিকা কোথা হইতে আসিয়াছে দৃষ্ট হইল। তাহার রূপ অতি সুন্দর, আবার মুখশ্রী এমনি শান্ত ও প্রফুল্ল, যে তাহাকে দেখিয়া না ভাল বাসিয়া থাকা যায় না। কন্যাটীর বেশ দীন হীনের ন্যায়, শতছিন্ন বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদন হওয়া ভার, তথাপি তাহার স্বাভাবিক এমনি লজ্জা ও শীলতা, যে সেই ছিন্নবস্ত্রে যত্ন পূর্ব্বক দেহখানি আবৃত করিয়া উপাসনায় মগ্ন রহিয়াছে। উপাসনা শেষ হইয়া গেলেও বালিকা মন্দির পরিত্যাগ করিল না। ইতিমধ্যে তাহার ন্যায় মলিনবেশধারিণী তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিকবয়স্কা আর একটী বালিকা দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। সে পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতেছিল, বোধ হইল যেন পবিত্র স্থানে সাহস

---

* খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করেন, খৃষ্টকে কবর দেওয়া হইলে তিন দিন পরে তিনি সশরীরে গোর হইতে উঠিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন। এই ঘটনা স্মরণার্থ যে পর্ব্বাহ, তাহাকে ইষ্টার বলে।

করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বালিকাকে হঠাৎ দেখিবামাত্র সে তাহার নিকট দৌড়িয়া গেল এবং ব্যগ্রতা সহকারে তাহার স্কন্ধ ধারণ করিয়া বলিল, "আলিস্! তুমি এতক্ষণ ধরিয়া কি করিতেছিলে?"

প্রথমোক্ত বালিকা বিনীত স্বরে উত্তর করিল "সারা! একটু চুপ কর।" দ্বিতীয় বালিকা সে কথায় মনোযোগ না করিয়া বলিতে লাগিল "তোমার তরে লোকজন নানা-স্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। বুড়ো মা এখনো পর্য্যন্ত তোমাকে ডাকিয়া বেড়াইতেছেন। আজি ফিরে চল, তুমি যদি মার না খাও, কি বলেছি।"

আলিস্ বলিল "ভাই! যা কপালে আছে হইবে। যাহাতে সকল প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা ধীরভাবে বহন করিতে পারি, তজ্জন্য ঈশ্বরের কৃপা ও বল প্রার্থনা করিতেছি।"

সারা গম্ভীরপ্রায় স্বরে বলিল "আলিস্! কিছু দিন হইল তোমার কি হইয়াছে বলিতে পারি না। আমাদের আর সকলের ন্যায় খেলা বা ভিক্ষা করিতে না গিয়া তুমি আনাচে কানাচে যেখানে পাও, সেই থানে কাঁদিতে ও উপাসনা করিতে বসো, আর আমার কাছে সাত সতর এক কাহণ কি কথা বল আমি তার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারি না।"

আলিস বলিল "ভগিনি! আমরা বেদিয়া বালিকা কতদূর দুর্ভাগ্য যদি তুমি জানিতে!"

সারা উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল, আলিস্ তাহাকে থামাইবার জন্য হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।

একটী প্রাচীন গোচের স্ত্রীলোক ধর্ম্মমন্দিরে অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইল কোন ধনী পরিবারের প্রধানা পরিচারিকা হইবেন, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "ভিখারিণী বালিকারা! ধর্ম্মমন্দিরে বই আর তোদের হাসিবার কি স্থান নাই?"

সারা ঋষির ন্যায় কোমল স্বর ধরিয়া বলিল "মা ঠাকুরন্! হাস্য করা যদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ কার্য্য জানিতাম, তাহা হইলে কখনই হাসিতাম না।"

পরিচারিকা নাকে চসমা আঁটিতে আঁটিতে বলিলেন "তুই বেটী কপটী।"

আলিস্ মৃদুস্বরে বলিল "সারা! তুমি ভাই ভাল কাজ করিতেছ না, না না, এ ভাল নয়। তুমি যদি উপাসনার সময় থাকিতে, শুনিতে আচার্য্য উপদেশ দিতেছিলেন—"

সারা তাহাকে থামাইয়া ব[illegible] "সত্যি বলিতেছি, আলিস্! তুমি যদি এইরূপ করিয়া বেড়াও, কেউ আর তোমাকে বেদিয়া বালিকা বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু জেনো, তোমার চেয়ে তোমার বিষয় আমি অধিক জানি। যাহউক, তোমার রকম সকম দেখে তোমাকে আর বেদিয়া কন্যা বলিয়া আমার বোধ হয় না।"

আলিস বলিল "ঈশ্বরেচ্ছায় তোমার বাক্য সত্য হইলে কত আনন্দের বিষয় হইত! কিন্তু অমন কথা কি দেখে বলিলে?"

"তোমার আচরণ দেখেই। আমাদের আর আর সকলের মত তোমার পোসাক বটে, কিন্তু তোমার গার

জামাটী যদিও ছিন্ন ভিন্ন, তথাপি অপরিষ্কার নয়। আমাদের চেয়ে তোমার চুল ভাল করিয়া গোচান। আমার নিশ্চয় বোধ হয় তুমি দুই চারি দিন অন্তর চিরুণি দিয়া চুল আঁচড়াইয়া থাক।”

আলিস বলিল “সারা! আমি প্রতিদিন চুল আঁচড়াই।”

সারা উত্তর করিল “ভাল বলেচ, আমি যা মনে করেছিলাম, তার চেয়েও বেশী। তবে তুমি দিনের মধ্যে কবার যে মুখ হাত ধোও, বলিতে পারি না।”

আলিস্ মৃদুস্বরে বলিল “দুবার মাত্র।”

সারা। “এই বই নয়? আর কবার তোমার ইচ্ছা? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি আমাদের রাজমহিষী ইহার চেয়ে অধিকবার পরিষ্কার হন না। না, না, যার চোক কান আছে সে তোমাকে কখনই বেদিয়া বালিকা বলিযা চিনিতে পারিবে না।”

দুঃখিনী আলিস বিষণ্ণ ভাবে বলিল “হা! জগদীশ্বর যদি তাই করিতেন!”

সারা বলিল “আর কথায় কাজ নেই, এখন যত শীঘ্র পারি আইস ‘ভেল্কীর মাঠে’ ছুটিয়া যাই। বুড়ো মা যদি জানিতে পারেন এতক্ষণ আমি ধর্ম্মমন্দিরে ছিলাম, তিনি নিশ্চয় বলিবেন তুমি আমাকে নষ্ট করিতেছিলে। আলিস্! সত্য বলিতেছি যে পর্য্যন্ত তুমি আমাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছ, সমস্ত দিন যখনি তোমার কাছে থাকি, রাত্রে যখন একত্রে তৃণ-শয্যায় নিদ্রা যাই, দেখি

তুমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ফাটাও, আর সেই অবধি আমিও কাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছি। তোমার দয়াময় পরমেশ্বরের এত কথা আমার মাথায় সাঁধ করিয়া দিয়াছ, যে আমি এখন যে কাজ করিতে যাই ভয় পাই।”

“ও সারা! তাঁর বিষয় চিন্তা করে দুষ্কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই করিতে আমার ভয় হয় না। আমি জানি তাঁর মত দয়াময় আর কেউ নাই। আমি যখন যে দুঃখ কি ভয় পাই, তাঁর কাছে বলি আর তিনি আমাকে অভয় দেন। আমি অনাথ অজ্ঞান বালিকা, আমি নিজে পড়িতে জানি না। কিন্তু যে দিন ধর্ম্মোপদেশক শাস্ত্রহইতে ঈশ্বরের দয়ার কথা আমার কর্ণে প্রথম শুনাইলেন, সেই দিন হইতেই আমার মন আমাকে বলিল ‘তুমি পাপের পথে সুখী হইতে পারিবে না।’ এ এক বৎসরের কথা বলিতেছি।”

সারা বলিল “তুমি একথা আমাকে ঢের বলিয়াছ। এস, এস, বড় বিলম্ব হইতেছে, আমি নিশ্চয় বলিতেছি আজ আমরা মার খাবই খাব। দৌড়িয়া আইস।”

মন্দির হইতে বহির্গমন সময়ে তাহারা সেই বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটীর পাশ দিয়া যাইতেছিল। তিনি বার বার জামার জেবে হাত দিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে বলিলেন “আমার রুমাল কোথায় গেল? আমি দিব্য করে বলিতে পারি আর কেউ নয়, এই দুষ্ট ছুঁড়ীরা চুরি করেছে।”

আলিস্ দেখিতে পাইল একখানি চক্‌চকে রাঙা রুমাল মেজেতে পড়িয়া রহিয়াছে। বলিল “মা ঠাকরুন্! ভুল

হইয়াছে, এই যে রুমাল এখানে ফেলিয়াছেন।” ইহা বলিয়া তাঁহাকে কুড়াইয়া দিল।

“আমার বড় সৌভাগ্য, কেউ লয় নাই। বাছা! তুমি বেশ মেয়ে।” ইহা বলিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন।

সারা অস্ফুট স্বরে বলিল “আলিস্! তুমি কি নির্ব্বোধ! তুমি যদি দেখিতে পাইলে ত আবার বুড়ীকে দিলে কেন?”

আলিস বলিল “ও যে উহার সামগ্রী, আমারত নয়, তাই দিলাম।”

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বালিকাদ্বয় যত বেগে পারিল ছুটিয়া ছুটিয়া একটী মাঠে উপনীত হইল, ইহা মান্ধাতার সময় হইতে ভেলকীর মাঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা একটী গলির মত দীর্ঘ, কর্দ্দমময়, জঞ্জালপূর্ণ, তাহার দুধারে অন্ধকারাবৃত জঘন্য মেটে ঘর সারি সারি প্রসারিত। বালিকা দুটীকে দেখিয়া বোধ হইল, তাহারা এস্থানের সহিত উত্তমরূপে পরিচিত; ভূমির সহিত যে কুটীর গুলি মিশাইয়া ছিল, তাহারা অনায়াসে তন্মধ্যস্থ একখানিতে গিয়া প্রবেশ করিল।

বালিকা দ্বয় চৌকাট মাড়াইবা মাত্র কতকগুলি বিকলাঙ্গ অন্ধ, খঞ্জ, মহা আনন্দ প্রকাশ করিল। এই সকল লোক কে? ইহারা ইতিপূর্ব্বে নানাপ্রকার কৌশলে পীড়িত ও আতুরের অসংখ্য ছদ্মবেশ ধরিয়াছিল, এখন সেই গুলি খুলিয়া গা ঝাড়িয়া উঠিতেছে। ইহাদের কাহাকে দেখিয়া

বোধ হইতেছিল কাঠের পা ভিন্ন তাহার চলা অসম্ভব, এখন সে সেই পা শূন্যভরে ছুড়িয়া ফেলিতেছে; কেহ আপনাকে জন্মান্ধ বলিয়া ইষ্টগুরুর দিব্য করিয়াছিল, এখন নিদ্রাভঙ্গ ব্যক্তির ন্যায় মুদিত চক্ষু খুলিতেছে; কেহ ভাঙ্গা পার বন্ধন মোচন করিতেছে; এবং কেহ রঙ মাখিয়া আপনাকে মুমূর্ষু প্রায় দেখাইয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছিল, এখন গাত্র পরিষ্কার করিয়া শরীরের দিব্য কান্তি পুষ্টি বাহির করিতেছে। ফলতঃ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে মাঠের ধারে দাঁড়াইয়া দলে দলে কানা খোঁড়া কুঁজো বুড়োলোক বাহির হইতে দেখিয়াছেন, তিনি এখন তাহাদিগকেই সবল সুস্থকায় যুবাপুরুষ মূর্ত্তি ধারণ করিতে দেখিলে এস্থান যে যথার্থই ভেল্‌কীর মাঠ তাহা অনায়াসে বলিবেন। যাহাহউক বালিকাদ্বয় অত্রত্য লোকদিগের এইরূপ রূপান্তর দেখিয়া কিছু মাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইল না। দ্বারের নিকটবর্ত্তী লোকেরা তাহাদের আগমন বার্ত্তা প্রকাশ না করে এইরূপ সঙ্কেত করিয়া তাহারা আস্তে আস্তে ভীরুভাবে গৃহের এক কোণের দিকে চলিয়া গেল।

গৃহটা এরূপ অন্ধকারময় যে বাটীর সম্মুখ দ্বার না খুলিলে তন্মধ্যে কিছুমাত্র আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। এক্ষণে তাহার মধ্যে একটা বৃহৎ উনান জ্বলিয়া উঠিল এবং তদুপরি বৃহদায়তন একখানি কটাহ দৃশ্যমান হইল। একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাহাতে একখানি বৃহৎ ডালের হাতা নাড়িতেছিল এবং বক্ বক্ করিয়া বকিতেছিল। গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ ভগ্ন-পদ টেবল সকল ভোজনার্থ সজ্জিত হইতেছিল।

আর একটী বৃদ্ধা খণ্ড খণ্ড করিয়া রুটীর নেচি কাটিতে-

ছিল, তাহাকে ডাকিয়া পাচিকা রমণী বলিল "ফ্রাগার্ড! বালিকাদ্বয় কি এখনো আসে নাই!"

তিনি বলিলেন "বক্রুচিনি! আমি তাহা কি প্রকারে জানিব?"

কল্পিত পক্ষাঘাত রোগ-মুক্ত এক যুবা বলিল "উহারা দুই ঘণ্টাকাল এখানে আছে, ওদের মত ভাল বালিকা কে আছে?" বালিকারা চুপ করিয়া থাকাতে এটী যে মিথ্যাকথা, কেহ টের পাইল না।

"তবে তারা কেন এদিকে দেখা দেয় না? তারা আজ খাবার মত কি রোজকার করেছে?" দুই বুড়ী এককালে এই বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

বালিকাদ্বয় কাঁপিতে কাঁপিতে সম্মুখে উপস্থিত হইল।

দুই বৃদ্ধা দুটী বালিকার হাত ধরিয়া টানিয়া কাপড় ঝাড়া দিয়া বলিল "তোদের হাতে যে কিছু নাই, জামার জেবেও কিছু নাই।"

বালিকাদ্বয় সাশ্রুনয়নে বলিল "বাস্তবিক, কিছুই নাই।"

দুই বুড়ী কর্কশস্বরে বলিল "ভাল ভাল, আজিকার আহারের ভাগও বাঁচিয়া গেল। কাজও বন্দ—আহারও বন্দ।"

উপস্থিত বেদিয়াদিগের মধ্যে অনেকে বালিকাদিগের সপক্ষতা করিয়া বলিতেছিল এবং বৃদ্ধাদ্বয়ও ক্রোধে তর্জন গর্জন করিতেছিল, এমত সময়ে সকল গোলমাল থামাইয়া "চুপ্" এই কথাটী হঠাৎ ধ্বনিত হইল। যেমন এই শব্দ হইল, অমনি যেন ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে সমস্ত কোলাহল নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

তৃতীয় অধ্যায়।

যে লোকটী "চুপ্" এই কথা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ সমদয় গোলমাল থামাইয়া গৃহটী গভীর নিস্তব্ধ ভাবে পূর্ণ করিলেন, তিনি দেখিতে একটী বেশ বৃদ্ধ মনুষ্য, দীর্ঘ লম্বমান শ্বেতশ্মশ্রুতে তাঁহার বদন মণ্ডল শোভিত হইয়া দর্শকের মনে সহজে ভক্তি ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়, তাঁহার জামার একটা হাতা হাতের বাহিরে ঝুলিয়া আছে এবং একখানি পা মুড়িয়া একটী কাষ্ঠ দণ্ডের উপর সংস্থিত রহিয়াছে। যাহা হউক সেই নিস্তব্ধতাসূচক বাক্যটী উচ্চারণ করিয়াই ছদ্মবেশী বৃদ্ধ তাঁহার কাষ্ঠপদ একদিকে ফেলিয়া দিলেন, পরচুলা খুলিয়া রাখিলেন, হাতে জামা ঠিক্ করিয়া পরিলেন এবং এক টেবিল লইয়া বসিলেন। পরে টেবিলের উপর এক মুষ্টি প্রহারে সমস্ত গৃহটী শব্দায়মান করিয়া বলিলেন—"সব চুপ্। আমার খাবার আন এবং আমার কথা সকলে শোন্। আমরা হত হইলাম, আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত।" তাঁহার এ ভণিতাটী বড় ভরসা-জনক নয় এবং সকলে একমনে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য কান পাতিয়া রহিল।

তিনি পুনরায় বলিলেন "আমি এখনি বলিতেছি। আমার আহারটা আন, ইহা না জুড়াইতে জুড়াইতে আমার বলা শেষ হইবে। 'অদ্য ১৬৩৫ অব্দের ৫ই মে আমাদের রাজ্যেশ্বর ত্রয়োদশ লুই মহাসভাতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন আদেশ যাইতেছে যে বেদিয়া ব্যবসায়ী হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ ভিক্ষুক,

নাম কাটা সিপাই প্রভৃতি লক্ষ্মীছাড়া ভিক্ষাজীবী লোক যাহারা আপনাদের বিশেষ বৃত্তান্ত বলিতে না পারিবে, তাহাদিগকে অবিলম্বে অবরুদ্ধ করিবে এবং বিনাবিচারে জাহাজের দাঁড় টানিতে পাঠাইবে।' এখন বাবাজীরা দেখিতে পাইতেছ, এই গুরুতর দলিল খানিতে মহারাজ আমাদিগেরই প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন!"

তাঁহার শ্রোতাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, তখনি পলাইবার জন্য হস্তের যষ্টি খুঁজিতে লাগিল এবং বলিল "এখন আর উপায় নাই, পাটা পুঁটুলী লইয়া যত শীঘ্র পারা যায়, আমাদিগের দৌড় দেওয়া কর্ত্তব্য।"

দলপতির ন্যায় প্রতীয়মান ব্যক্তি আবার বলিলেন 'একটু থাম, এতদূর ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, নিশ্চিন্ত হইয়া অগ্রে প্রস্তুত অন্নগুলি গ্রাস কর। ভাই সকল! তোমরা বেশ জানিবে, যতক্ষণ আমরা আপনার কোটে আছি, আমাদিগের ভয় করিবার কোন কারণ নাই। পুলিসের পেয়াদা হউক, আর জজ কমিসনর হউন, কাহারো দুটা মাথা নাই যে দিন কি রাত্রের মধ্যে এখানে প্রবেশ করিতে ভরসা করে। আমি বেশ বলিতে পারি আমাদের ফাঁসী যাবার যেমন ইচ্ছা, অন্য ব্যক্তির এখানে আসিবারও তেমনি ইচ্ছা। যাহাহউক এই মাঠের মধ্যে আমাদের আবশ্যক সকল দ্রব্যত মিলিতে পারে না, সুতরাং আমাদিগের বাহির হইতেই হইবে, অতএব আমাদিগকে পারিস মহানগরী পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু যদি যাইতে হয়,

বেদিয়ার মত কাজ করিয়া যাইতে হইবে, যতদূর পারাযায় আপনাদের লাভ এবং যারা আমাদিগকে ধৃত করিতে উদ্যত তাদের ক্ষতি আগে করিতে হইবে। ইহার একটা উপায় বলিতেছি। বারবির নামে একটা লোক পর্চারন হোটেলে বাস করে। সে রাজকোষ রক্ষক এবং তাহাকে সকলে ত্রয়োদশ লুইর 'কণ্ট্রোলার অব ফাইনান্স' অর্থাৎ ধনাধ্যক্ষ নামে ডাকিয়া থাকে। এখন বাবা-জীরা! আমার মাথার ভিতর একটা মতলব ধড়্ ধড় কর্‌ছে আর সেটা যে মন্দ তাও তোমরা বলিতে পার না। আমাদের প্রিয় ভূপতির নিকট হইতে তাঁহার ধনাধ্যক্ষের হাত দিয়া কিছু টাকা ধার করিতে হইবে অর্থাৎ আর কিছু নয়, যাত্রাকালে আমাদের সঙ্গে কতকগুলি টাকার থলিয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

মা বক্রচিনী বলিলেন "বাবা! বেশ মতলব করেছ।"

অনেকে এককালে বলিয়া উঠিল "হাঁ ঠিক্, জিয়ান বক্র-চিনীর মতলব বড় পাকা হইযাছে।"

তাহাদের মধ্যে কপিমুখ একটী বৃদ্ধ বসিয়াছিল, অন্যান্য সঙ্গীর গাঁটকাটা ব্যবসায়, কিন্তু বেদিয়াদিগকে আমোদিত করাই তাঁহার কার্য্য ছিল। তিনি বলিলেন "আচ্ছা বাবাজী, মতলবত করেছ, এখন কিরূপে তা সিদ্ধ হইবে, কাজটী কেমন করিয়া করা যাইবে বল দেখি?"

জিয়ান মুহূর্ত্তেক চিন্তা করিয়া বলিলেন "আমি সে বিষয়ও ভবিয়াছি। হোটেলটী পারিস নগরের এক নির্জ্জন প্রদেশে সংস্থাপিত। আমাদিগের মধ্যে কাহারও যোগী, ঋষি,

মোহন্ত, বা তীর্থযাত্রী লোক সাজিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করা চাই। অতিথি বলিলেই হইবে, কেহ ফিরাইবে না। হোটেলের কোন না কোন স্থানে তাহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। এখন সে দুই প্রহর রাত্রে কোন প্রকারে হোটেলের দ্বার খুলিয়া যদি তাহার সঙ্গিগণকে অভ্যর্থনা করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার চেয়ে বোকা আর পৃথিবীতে নাই। কেমন আমার মতলবটা বোধ হয় বড় মন্দ হয় নাই ?”

চারিদিক্ হইতে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল “মতলব বেশ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে যোগী ঋষি কে সাজিবে ?”

জিয়ান বলিলেন “রও আমি দেখিতেছি।” পরে চারিদিকের সকলের মুখ এক এক করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, একটা বড় গোল দেখিতেছি, তোমরা সকলেই দেখিতে দুসমন চেহারা, পাপের অবতার, যোগী ঋষির বেশ ধরিতে পারে এমন কেহ দেখি না। এমন একটা লোক চাই, বয়স অল্প, শান্ত নিরীহ মানুষের বেশ ধরিতে পারে, মন গলানে কথা কহিতে পারে, অর্থাৎ একটী ভালমানুষের মত লোক আমি চাই, তা এর মধ্যে একজনও দেখি না। মা ফ্রাগার্ড বলিলেন “আলিস্ ভিন্ন আর কারুকে আমিত ভাল মানুষ দেখি না।” চারিদিক হইতে—“হাঁ ঠিক হয়েছে।” আলিস্ আলিস্ আলিস্ বলিয়া ডাক পড়িয়া গেল।

দলপতি দৃঢ়স্বরে বলিলেন “আচ্ছা আলিসই মনোনীত হউক।” বালিকাটী এক কোণে খড়ের উপর বসিয়াছিল, ম্লান মুখে ও কম্পিত শরীরে সম্মুখে উপস্থিত হইল।

প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া জিয়ান বলিলেন "যেমন চাই, এ তেমনি বটে। দেখিতে সুশীল, দুঃখিনী—কিন্তু ভাল মানুষ, বেশ ভদ্র লোকের ন্যায় শ্রীছাঁদও আছে, ইহাকে দেখিয়া বনিদী বড় মানুষের মেয়ে দুঃখের অবস্থায় পড়িয়াছে বলিয়া লোকে ঠাওরাইতে পারে। আবার স্বরটাও কোমল ও ভীরু গোচের এবং সময় মতে চখের জলও টস্ টস্ করিয়া পড়ে। এর বয়স, হা! বারো বৎসরের মেয়েকে কে সন্দেহ করিতে পারে? সব ঠিক্ হইল, আলিস্ ভিক্ষুকের বেশ ধরিয়া বিলক্ষণ কাজ গুছাইতে পারিবে।"

বালিকাটির চক্ষু বড় বড় পক্ষ্মে ঢাকা ছিল, এখন সে একবার দুইটী বিশাল অক্ষি বিস্তার করিয়া জিয়ানের প্রতি চাহিয়া বলিল "কি কাজ?"

মা বক্রচিনী বিশ্রী ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "আরে ছুঁড়ীটা দিন দিন যে ন্যাকার শেষ হইয়া যাইতেছে।"

অধ্যক্ষ বলিলেন "মা! আপনি বালিকাটীকে এমন কর্কশ বাক্যে ভৎ'সনা করিবেন না।" পরে তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন "আলিস্ আমার কথা শুন। তোমার পোসাক বেশ আছে, আর কিছুই করিতে হইবে না। কিন্তু তোমার হাতটা কিছু বেশী পরিষ্কার। সকল বস্তু ছোঁবার জন্যে হাত তৈয়ার হইয়াছে, কিন্তু তুমি হাত ময়লা করিতে চাওনা এ পাগলামী কেন, আমি বুঝিতে পারি না। যা হউক আমার প্রতি তোমার এই অনুগ্রহটী করিতে হইবে, এখন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাত ধুইও না, আর সকল

বিষয়ে তোমার যা আছে ঠিক্ আছে। কিন্তু এখন আমার কথাটা একটু মনোযোগ দিয়া শোন। আজি সন্ধ্যার সময় একটু একটু অন্ধকার যেমন হইবে তোমাকে পোর-চারন্ হোটেলের ফটকের কাছে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে এবং তৎপরে—”

মা বক্রুচিনী বলিলেন “জিয়ান! ওকে কোন কঠিন কাজের ভার দিও না। আলিস্ জন্ম-বোকা। দেখ এত-বড় হইল, কিন্তু এজন্মে একখানা হাতরুমালও চুরি করিতে শিখিল না। আমি বেশ বলিতে পারি শিখাইবার বা সুযোগ পাইবার কোন অভাবে যে এরূপ হইয়াছে তাহা কখনই নহে।”

জিয়ান বলিল “তুমি যা বলিতেছ ঠিক্ বটে, কিন্তু যে উপায় বলিব তা ছবছরের মেয়েও অক্লেশে করিতে পারে। আলিস্! আমার কথা শুন, তোমার ঐ মলিন মুখটা বেশ কাজে দেখিবে। তুমি হোটেলের দ্বারে মরা মানুষের মত চুপ করিয়া থাকিবে, তুমি যাহাতে বাড়ীর ভিতরে যাইতে প্যার সে ভার আমার। কিন্তু একবার ভিতরে যাইলে—

আলিস্ বলিল “আচ্ছা, একবার ভিতরে যাইলে আমাকে কি করিতে হইবে?”

তোমাকে সদর দরজার চাবিটা কোথায় খুঁজিয়া লইতে হইবে। তার পর আমাদের তরে দরজাটা খুলিয়া দিবে। তোমাকে কেবল এই কাজটি করিতে হইবে।”

বালিকাটীর কপাল দেশ পর্য্যন্ত জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ

হইয়া উঠিল। সে দৃঢ়তা সহকারে বলিল "আমি এমন কর্ম্ম কখনই করিব না।"

দলপতি বলিলেন "কি! তুমি মড়ার মতন চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না?"

আলিসের মনে একটা কিছু নূতন ভাব আসিল। সে বলিল "তা আমি পারি।"

মা ফ্রাগার্ড বলিলেন "কিন্তু একবার ভিতরে গেলে দরজা খুলিতে পারিবে কি না?"

"না, তা আমি কখনই পারিব না।"

মা ফ্রাগার্ড দুঃখিনী বালিকাকে একটি মুষ্টি প্রহার করিবার জন্য হাত ছুড়িলেন, কিন্তু জিয়ান তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। আলিস্ কিন্তু কিছুমাত্র ভীত হইল না, যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানেই রহিল।

অধ্যক্ষ বলিলেন "আলিস! তুমি আমাদিগকে ভাল বাস না, যেহেতু আমাদের একটা উপকার করিতে সম্মত হইতেছ না।"

আলিস আরো উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিল "কেন আমি তোমাদিগকে ভাল বাসিব? তোমাদের সহিত আমার কিসের সম্বন্ধ? আমার কি এখানে মা আছে? সমুদায় পৃথিবীতে আমার আপনার জন বলিবার কি কেহ আছে? কেহ আমাকে পিতামাতার ক্রোড় হইতে চুরি করিয়া আনিল অথবা কুড়াইয়া পাইল? আমি এ সকলের কিছুই জানি না, কিন্তু আমি জানি তোমরা ভয়ানক ব্যবসায়ের লোক, তোমরা চোর, বঞ্চক, মিথ্যাবাদী ও লুণ্ঠনকারী, তোমরা দিনের মধ্যে

প্রত্যেক মূহূর্ত্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ, তিনি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন।”

একদল ভয়ঙ্কর দস্যুর সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র বালিকা এরূপ দুঃসাহসী হইয়া তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিল, ইহাতে এককালে চারিদিক হইতে শাপ, গালি, শাসানি, মার কাট্ বাক্য অবিশ্রান্ত বর্ষিত হইতে লাগিল। দুঃখিনী আলিস মনে করিল তাহার প্রাণ এখনি বিনষ্ট হইবে। তখন সে হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং কোমল পদ্মকলির ন্যায় সুকুমার হস্তদ্বয় মাথার উপরে তুলিয়া বলিতে লাগিল “তোমরা যদি আমাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছ, দয়া করিয়া শীঘ্র শীঘ্র একবারে মারিয়া ফেল।” এই সময়ে বালিকা দেখিল কে একজন স্নেহভাবে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে। তখন সে অস্ফুট স্বরে বলিল “সারা! সরিয়া যাও, উহারা আমাকে মারিয়া ফেলুক। উহাদিগের সঙ্গে থাকা অপেক্ষা মরণ আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।”

কিন্তু বোধ হইল দস্যু-দলপতি তাহাকে কেমন স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। নির্দ্দোষিতা এবং হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাবের একটী আশ্চর্য্য অলক্ষিত আকর্ষণ শক্তি আছে, তাহাতে পাষাণ হৃদয়কেও মুগ্ধ করে। গম্ভীর নিনাদে সকলকে নিস্তব্ধ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “আলিস্ তুমি ঈশ্বরের কথা কিরূপে বলিতে শিখিলে? কে তোমাকে তাঁহার বিষয় বলিয়াছে? তাঁকে ভয় করিতে কে তোমাকে শিক্ষা দিয়াছে?”

“একজন ধার্ম্মিক পুরোহিত আমাকে অনেক বার শিক্ষা

দিয়াছেন, তিনিই আমাকে শিখাইয়াছেন। ঈশ্বরের ন্যায়-পরতা ও দয়ার বিষয়ে কত সুন্দর সুন্দর কথা বলিয়া তিনি উপদেশ দিতেন।”

বক্রচিনী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন “নিঃসন্দেহ তুই তবে তাকে এই দলের গুপ্ত কথা সকল বলিয়াছিস। বোধ হয় এই জন্যেই আমাদের সন্ধানে লোক বাহির হইয়াছে।”

আলিস্ নম্র ভাবে বলিল “আমি তাঁকে আমার কথা ও আমার দুঃখের কথা ভিন্ন আর কিছুই বলি নাই।”

মা ফ্রাগার্ড বলিলেন “তার নিশ্চয় আমরা কেমন করিয়া জানিব?”

বালিকা সরল ভাবে উত্তর করিল আজি এক বৎসর তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশুনা, আর তিনি প্রতিদিন ধর্ম্মমন্দিরে আসেন, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন্।”

মা বক্রচিনী কথা থামাইয়া বলিলেন “এমন নির্ব্বোধ জানোয়ার কি তোমরা কোন কালে দেখিয়াছ?”

অধ্যক্ষ বলিলেন “ও বালিকা নির্ব্বোধই বটে। যা হউক, ইহার সহিত তাহার পরিচয় একবৎসর হইয়াছে, এ তাহাকে আমাদের কথা বলিলে অনেক দিন অগ্রে আমাদিগকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিতে হইত, অতএব উহার কথায় বিশ্বাস করা যাইতে পারে। কিন্তু আলিস্! হাঁ কি না এক কথা বল। তুমি পোরচারন হোটেলে যাবে কি না যাবে?”

আলিস্ উত্তর দিতে না দিতে সারা বলিল “তোমরা কেন এত কাকুতি মিনতি করিতেছ? তোমরা একজন ধূর্ত্ত চালাক বালিকা চাও, যে বেশ ছলনা করিতে পারে। আমি

তায় বেশ পটু, এক ঘর পণ্ডিতকে ঠকাইতে পারি। আমাকে পোরচারন্ হোটেলে পাঠাইয়া দেও, দেখিবে দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে তোমাদের তরে সমুদয় দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে।”

অধ্যক্ষ বলিল “ঠিক্ ঠিক্।”

আলিস্ অস্পষ্ট স্বরে বলিল “সারা! তুমি এত দুরাত্মা কখনই হইবে না।”

সারা সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলে “চুপ কর, এ একটা বড় দাঁও, আমরা একবারে বড় মানুষ হইব।”

জিয়ান বলিল “সব ঠিক্ হইয়াছে। আমি সারাকেই মনোনীত করিলাম।”

হঠাৎ আলিসের মনে কি ভাবের উদয় হইল, সে বলিল “না না, সারাকে নয়, আমাকে পাঠাইয়া দেও।”

মা বদ্রুচিনী বলিলেন “বালকেরা কি চমৎকার জীব। তারা সব সমান। তোমরা তাদের একটি কাজ করিতে বল, তারা কখন করিবে না। নিবারণ কর দেখি, তারা সকলেই তাহা করিতে আগে ছুটিয়া যাইবে।”

অধ্যক্ষ বলিলেন “আমি আলিস্‌কে অধিক মনোনীত করি। সে সারার চেয়ে দেখিতে ভাল মানুষ্।”

মা ফ্রাগার্ড বলিলেন “দুজনেই যখন যাইতে উৎসুক, দুজনেই যাইলে কি হয় না?”

আলিস্ কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু থামিয়া গেল। সারা আহ্লাদে করতালি দিয়া বলিল “আচ্ছা আচ্ছা, তাই হউক।”

চতুর্থ অধ্যায়।

পোর্চারন হোটেল বহু প্রাচীন কালের একটী বৃহৎ অট্টালিকা। একাদশ লুই ১৪৬১ অব্দের ১৪ই আগষ্ট রিম্‌স নগরে সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া যখন পারিস মহানগরীতে সমারোহে প্রবেশ করেন, তখন ঐ মাসের সংক্রান্তি দিবসে এই অট্টালিকায় বাস করেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ফরাসী মহারাজের রাজস্বমন্ত্রী বাববীর এখানে বাস করিতেন।

যে দিবস ভেলকীর মাঠে পরামর্শ স্থির হয়, সেই দিবস সন্ধ্যাগমে যেমন সায়ংকালীন ঘণ্টা ধ্বনি হইল, অমনি হোটেলের সম্মুখ দ্বারের কপাটে উচ্চ আঘাত শব্দ হইতে লাগিল।

আমরা ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মমন্দিরে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের উল্লেখ করিয়াছি, তিনি এই হোটেলে থাকিতেন এবং গল্প গাছা করিবার জন্য কখন কখন দ্বারবানের গৃহে বার দিয়া বসিতেন। তিনি দ্বাররক্ষককে ডাকিয়া বলিলেন "জাকবন্দ! দ্বার খুলিও না, দ্বার খুলিও না; এমন অসময়ে দ্বারে আঘাত আমার তো ভালর লক্ষণ বোধ হয় না।"

দ্বাররক্ষক বলিল " মাঠুরিণি! মন্দলোকে আর দ্বারে আঘাত করে না, সাড়া না দিয়াই গৃহে প্রবেশ করে। বোধ হয় আমাদের ছোট মনিব হইবেন। এখন হদ্দ ৭টা, ৭৷৷০ টা রাত্রি, যুবকেরা সকল দিন এত সকাল সকাল বাটী আসে না।

কর্ফিউ* ঘণ্টা বাজিলে ঘরে যাইতে হয়, কবাট বন্ধ করিতে হয়; আগুণ ও আলোক নিবাইতে হয় বটে, কিন্তু তাহারা মনে করে এই সময়েই গৃহ হইতে বাহির হইবার সময়। তাঁহার কথা শেষ না হইতে হইতে মাঠুরিণি বলিলেন "যারা ঠিক্ সময়ের পরে আসে, তাদের তরে দরজা খুলো না।"

দ্বাররক্ষক এবার একটু গম্ভীর ভাবে বলিল "যথার্থ, এখন ও যে দরজায় ঘা দিতেছে।"

এই সময়ে বাটির মধ্যে একটি কুঠরির দরজা খুলিল। দীর্ঘাকৃতি পাণ্ডুবর্ণ অল্পবয়স্ক একটী যুবা (অধ্যয়ন, পরিশ্রম এবং বোধ হয় চিন্তাতে তাহার ললাটের মাংস লোল হইয়াছিল) চিৎকার করিয়া বলিলেন "জাক-বন্দ! তুমি কালা না কি? কে দরজা ঠেলিতেছে শুনিতে পাও না?"

দ্বারবান্ গাত্রোত্থান করিয়া বলিল "কিন্তু মশাই এত রাত্রে কে আসিবে?"

তিনি মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলেন "এখনি যাও এবং দেখ।" জাক্বন্দ প্রত্যুত্তরের পথ না পাইয়া দরজার নিকট চলিল।"

মাঠুরিণি যুবকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন "বাপু! তুমি যে দিন ভূমিষ্ঠ হও, তোমাকে হাতে ধরে এই হাত সার্থক করেছি। এখন যদি আমার কথা শোন তো বলি এ অসময়ে ডাকিতে আর কেউ নয়, হয় কোন হাঘরী লক্ষ্মীছাড়া লোক, নয় দস্যু-তাড়িত কোন ব্যক্তি।"

---

* ফ্রান্সে এই ঘণ্টা বাজান প্রথা অনেক কাল হইতে প্রচলিত; বিজয়ী উইলিয়ম ইংলণ্ডেও ইহার চলন করেন।

"যদি তা হয় যতদূর সাধ্য তাহার সাহায্য করা খৃষ্টান মাত্রেরই কর্ত্তব্য।"

বাহির হইতে এই শেষ কথার প্রতিধ্বনি হইল "যত দূর সাধ্য তাহার সাহায্য করা খৃষ্টান মাত্রেরই কর্ত্তব্য।" দ্বার-রক্ষক দ্বার খুলিয়াই 'ত্রাহি ত্রাহি' করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

গৃহস্বামী বারবীর এবং দুইটী স্ত্রীলোক এই সময়ে দেউড়ীর দিকে আসিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে? কি বিপদ্ হলো?"

দ্বারবান্ বলিল "আমি দুইটী বালিকাকে দেখিতেছি, একটী মরা, আর একটি প্রায় সেইরূপ। তাহাদিগকে বাটির ভিতর লইয়া যাইব কি না? আমাকে অনুমতি করুন্।"

বারবীর বাহিরে গিয়া দেখিলেন দুইটী বালিকা অচেতন অবস্থায় ভূমিতে শয়ান রহিয়াছে। তখন রাত্রি ৮টা। এ ঋতুতে এ রাত্রে অধিক অন্ধকার হয় না, রাস্তার সকল বস্তু বেশ দেখা যায়। একটি বালিকার মুখশ্রী দেখিয়া বোধ হইল, তাহাতে অকৃত্রিম বিনয় ও পবিত্রতার ছবি যেন অঙ্কিত রহিয়াছে। বারবীর বলিলেন "আমার তো বোধ হয় না, এই বালিকাদের কেউ এত জোরে দরজায় ঘা দিয়াছিল।"

দ্বারবান্ বলিল "না মহারাজ! সে আর একজন লোক পথ দিয়া যাইতেছিল, আমি দরজা খুলিবা মাত্র এই কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেল 'এই দুঃখিনী বালিকা

ছুটীর কি হইয়াছে দেখ তো। সায়ংকালীন ঘণ্টা বাজিয়াছে, পারিসের রাস্তা নিরাপদ নহে, আমাকে তাড়াতাড়ি ঘরে যাইতে হইতেছে।' কিন্তু এ বালিকা ছুটিকে লইয়া কি করিব অনুমতি করুন্ ”

উহাদিগকে বাটির ভিতর আন এবং পরিচারিকারা উহাদের ভাল করিয়া তত্ত্বাবধান করুক।”

মাঠ্‌রিণী বলিলেন “উহাদিগকে বাটির ভিতর আনিবেন! ভাল মহাশয়, আপনিত কিছু ভাবেন না। পারিসের রাস্তার যে সকল চুরি, জখমি, হত্যা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয় তা একবার মনে করিয়া দেখুন দেখি—”

“মাঠ্‌রিণী! সেই জন্যেত এই অনাথিনী বালিকাদিগকে বিপদে ফেলা কখনই উচিত নয়।”

“কিন্তু মহাশয়! কে বলিল ইহারা অনাথিনী বালিকা?”

বারবীব বিরক্ত হইয়া বলিলেন “বেটি! এদের পানে একবার চাহিয়া দেখিলেই যে তাহা বুঝিতে পার।”

মাঠুরিণী আরো জেদ করিয়া বলিলেন “বাবা ঠাকুর! আপনার একটী দয়ার কার্য্যে ব্যাঘাত করিতেছি বলিয়া যদি কিছু মনে করেন আমাকে হাজার বার ক্ষমা করুন্। কিন্তু আমি বলিতেছি বেদিয়ারা তাদের ‘কাঠের পার’ আড্ডায় এরূপ অনেক কার্য্য করিয়াছে। এই হতভাগারা সকল বেশ ধরিতে পারে; তাহারা বৃদ্ধ, যুবা, কদাকার, সুন্দর, কুঁজো, খোঁড়া, কানা যা মনে করে তাই হতে পারে। বুড়ো ঝির কথা রাখুন্, আমাদের উপর এ কার্য্যের ভার দিয়া যান। উহারা বাহিরে থাকুক আমরা

উহাদিগকে মিঠাই মোণ্ডা বিছানা মাদুর যা আজ্ঞা করিবেন দিতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, উহাদিগকে বাটীর ভিতর কখন আনিবেন না।"

"মা ঠাকরন্, ঈশ্বরের দোহাই, পায়ে ধরি, আমাদিগকে রাস্তায় ফেলিয়া রাখিবেন না।" দুইটীর মধ্যে বড় বালিকাটী অতি ক্ষীণস্বরে এই কথা গুলি বলিল। রাজস্ব-মন্ত্রী বলিলেন "জাকবন্দ! মাঠুরিণীর কথা শুনিয়া কাজ নাই, আমি যা বলি তাই কর।" এই কথা বলিয়া যে বালিকাটী এখন ও পর্য্যন্ত একটী কথা কয় নাই, তিনি তাহার হাত ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়া চলিলেন। জাক-বন্দ অপর বালিকাটীকে ধরিয়া তুলিল এবং প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। দ্বাররক্ষকের পত্নী বিড় বিড় করিরা বকিতে লাগিল "ইহাঁদের কি বুদ্ধির ভ্রম।" মাঠুরিণী সায় দিয়া বলিতে লাগিল "তুমি ঠিক্ বলিতেছ, এ কি বিষম পাগলামী। ঈশ্বর করুন্ আমাদের মনিবকে যেন পরে এজন্য পরিতাপ করিতে না হয়।"

পঞ্চম অধ্যায়।

গৃহস্বামী বালিকা দুটীকে যথেষ্ট পরিমাণে আহার দিয়া যখন দেখিলেন তাহারা কিছু সুস্থচিত্ত হইয়াছে, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে ? কোথায় যাইতেছিলে।"

যে বালিকা পূর্ব্বে মুখ খুলিয়াছে, সেই এখন উত্তর দিতে অগ্রসর হইল। সে বলিল "আমার ভগিনী আলিস্ এবং আমি দুজনেই অতি দুঃখী এবং পিতৃ মাতৃহীন, আমাদে পানে চাহিয়া দেখে এমন আত্মীয় বন্ধু পৃথিবীতে কেহ নাই। পাঁচ দোরে ভিক্ষা মাগিয়া আমাদের উদর পোষণ করি। দিনের বেলা আমরা রাস্তায় বেড়াই, রাত্রি হইলে যেখানে পাই নিদ্রা যাই, ধর্ম্ম মন্দিরের বারাণ্ডায় এবং হাটের চালায় প্রায় আমাদের রাত কাটিয়া যায়। আজি সন্ধ্যাকালে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে আপনার দ্বারের বেশী দূর আর যাইতে পারিলাম না। আজি প্রাতঃ কাল হইতে আমরা কিছুই খাই নাই।"

সারা যতক্ষণ বলিতেছিল বারবীর আলিসের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন, আর কোন দিকে পলক ফিরাইতে পারেন নাই। সে বালিকাটী মুমূর্ষুর ন্যায় ম্লান মুখে মাথাটি হেঁট করিয়াছিল, দেখিলেই বোধ হয় কোন গভীর শোকে মগ্ন আছে; এবং সারা যেমন এক একটী কথা বলিতেছিল, তাহার অশ্রুপূর্ণ চক্ষু হইতে

বড় বড় জলের ফোঁটা গণ্ড স্থল বাহিয়া ঝরিতেছিল। এরূপ সুকুমার বয়সে নিস্তব্ধ অথচ গম্ভীর শোকের এ প্রকার ভাব দেখিয়া বারবীরের অন্তঃকরণ বিকল হইয়া উঠিল। তিনি মাঠুরিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা-দিগকে কোথায় শয়ন করিতে দিবে?"

পরিচারিকা বলিলেন "তার জন্যে বেশী ভাবিত হইবেন না। আস্তাপোল, কি গোলাবাড়ী বাহিরের যেখানে হয়, একটা জায়গা হইলেই হইবে।"

"মাঠুরিণি! ইহারা একটু স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, তোমার ঘরের নিকট এমন একটি কুঠারি কি নাই?"

সারা ব্যস্ত হইয়া বলিল "আস্তাপোলেই অনুমতি করুন, আস্তাপোলই বেশ হইবে, আমাদের দুই বোনের বিছানায় শোয়া অভ্যাস নাই।"

"মাঠুরিণি! যদি অনুগ্রহ করেন, কুঠারিতেই একটু স্থান দিন।" আলিস এই কথাটী এরূপ ব্যগ্রতার সহিত বলিল এবং বারবীরের প্রতি এরূপ বিষণ্ণ ভাবে চাহিল যে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—

"আচ্ছা দুঃখিনী বালিকা, কুঠারিতেই স্থান পাইবে।"

মাঠুরিণী বিজ বিজ করিয়া গোমরাইতে লাগিল "হ্যাঁ আমার পাশের ঘরে রাখা হোক্, প্রথমে আমার গলাটাই কাটা যাক্!"

সারা জিজ্ঞাসা করিল "আপনার গলা কাটা যাবে এমন্ কথা কেন বলিতেছেন?"

স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল "আমি কেমন করে জানিব, কেমন করে বলিব?"

আলিস সম্রস্তাবে বলিল "না ঠাকুরাণি! যদি আমাদের তরে কোন ভয় হয়, দরজায় কুলুপ আঁটিয়া দিন।" এই বলিয়া কাকুতিসূচক দৃষ্টিতে সারার প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিল। সারা ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাহার উপরে কট মট করিয়া চাহিতে লাগিল। বারবীর দুটী বালিকার ভাব ভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তিনি ইহার মর্ম্ম কিছু বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য ও অবাক্ হইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ বিনিময় করিতে লাগিল, একজন যত কাতরতা প্রকাশ করিতেছে, অন্যটী তত রুদ্রভাব দেখাইতেছে, তখন তিনি ইহার নিগূঢ় কারণ বাহির করিতে উৎসুক হইলেন।

তিনি বলিলেন "আচ্ছা, সহজেই এ বিষয়ের মীমাংসা করা যাইতেছে। যে কুলুপবন্দ ঘরে থাকিতে চায়, সে তাহাতেই থাকিবে এবং আর একজন আস্তাপোলে যাইবে।"

সারার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু আলিস পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ম্লান হইয়া গেল এবং যেন ভয় পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল "মহাশয়! এই দয়াটী করুন্ আমাদিগকে ছাড়াছাড়ি করিয়া রাখিবেন না।"

বারবীরের যার পর নাই আশ্চর্য্য বোধ হইল। আলিসের উপরে তাঁহার দৃষ্টি এরূপ অচঞ্চল ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল, যে তিনি এককালে মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন।

মাঠুরিণী বলিল "আপনার এ ছোট বালিকাকে দেখিয়া কি বোধ হয়?"

খায়বীর কিছু চিন্তা করিয়া বলিলেন "বড় আশ্চর্য্য, বড় আশ্চর্য্য! আমার বোধ হয় এ মুখ আমার অপরিচিত নয় এবং ইহার স্বর পর্য্যন্ত আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে।"

পরিচারিকা বলিল "আমি এখন ইহাদিগকে চিনিতে পারিতেছি। এই দুই ভিখারিণী মেয়েকে আমি সর্ব্বদা পোর্চারন্ ধর্ম্মমন্দিরের দ্বারে দেখিয়া থাকি।"

খায়বীর মাঠুরিণীকে বলিলেন "দেখ ঝি, ইহাদের উভয়-কে তোমার ঘরের কাছে যে কুঠারি আছে তাহাতে থাকিতে দেও এবং প্রাতঃকালে আমার সহিত দেখা না করাইয়া ইহা-দিগকে ছাড়িয়া দিও না।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

মাঠুরিণীকে প্রভুর কথা কাজেই শুনিতে হইল। তিনি একটা বাতি জালিয়া লইয়া উভয়কে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে ব।- লন এবং অনেক সিড়ি ভাঙ্গিয়া চিলের ছাদে একটী ছোট কুঠাবিতে লইয়া গেলেন, তথায় একটী শয্যা দৃষ্ট হইল। পরিচাবিকা আলোক হস্তে যেমন ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন, লারা বলিল" ঠাকুরাণি! আমাদিগকে কি অন্ধকারে রাখিয়া যাইতেছেন?"

পরিচারিকা বলিলেন "চন্দ্রোদয় হইয়াছে, তোরা আরও কি চাস?" এই বলিয়া তিনি যেমন ঘরের বাহির হইবেন আলিস্ মৃদুস্বরে ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিল "আমাদের দরজার কুলুপ টা আঁটিয়া দিন।" একথায় আর কোন ফলোদয় হউক না হউক, মাঠুরিণী বিজাতীয় ভয়ে এরূপ আক্রান্ত হইলেন

যে আর সকল কথা ভুলিয়া গিয়া যত শীঘ্র পারিলেন ছুটিয়া আপনার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রাচীনা স্ত্রীলোকটীর পদবিক্ষেপ শব্দ নিস্তব্ধ হইবা মাত্র সারা বলিল "আলিস্! তুমি কি এইরূপে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে চাও?"

আলিস মৃদুস্বরে উত্তর করিল "আমি বরং তোমাদিগকে রক্ষা করিতে চাই। আজি যা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিলে, তাতে কি দেখিতে পাও নাই, এই গৃহস্বামী ভয় প্রদর্শন না করিয়াও স্নেহ ও প্রেম দ্বারা কেমন সকলকে আপনার বশীভূত রাখিয়াছেন? তিনি আমাদের প্রতি কি সদ্ব্যবহার কি দয়ালুতাই প্রকাশ না করিলেন! ইহাতে তোমার অন্তঃকরণ কি একটু ভিজে না? ধর্ম্মের জন্য একটু স্পৃহা হয় না? প্রতিদিন আমরা চতুর্দ্দিকে যে সকল ভয়ানক কাণ্ড দেখি তৎপ্রতি কি ঘৃণা হয় না?"

"সত্য সত্য আলিস্ আমি এখানে যদি থাকিতে পাই, আর ভেকীর মাঠে যাইতে চাহি না। কিন্তু তা বলিলে কি হইবে? আমি যখন কর্ত্তার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি, দ্বার খুলিয়া বেদিয়াদিগকে আসিতে দিব, তখন তা আমি করিবই করিব।"

আলিস্ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না সারা! তুমি এত অধার্ম্মিক কখনই হবে না, তুমি এ কর্ম্ম কখনই করিতে পারিবে না। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে আমাকে সঙ্গে না লইয়া তুমি যদি এই ঘর হইতে নড়, আমি চিৎকার করিয়া বাড়ির সমস্ত লোককে জাগাইব এবং সমুদয় ষড়্-যন্ত্র প্রকাশ করিব।" বালিকাটী কাতর হইয়া সারার পায় পড়িল, তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল এবং বলিল "আমাদিগকে উভয়কেই কি পিতা মাতার ক্রোড় হইতে কেহ হরণ করিয়া আনে নাই? যাতে তাঁহারা আমাদিগকে ফিরিয়া লইতে না চান, এমন কর্ম্ম আমরা কখনই করিব না। আমার মনে লাগিতেছে, আমরা আবার পিতা মাতার দেখা পাইব। সারা! উপরে ঈশ্বর আছেন, ন্যায়বান্ দয়াময় ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে অন্বেষণ করে এবং ভাল বাসে, তিনি তাহা-দিগকে পুরস্কার করেন; কিন্তু সারা! আমি দেখিতেছি তুমি আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছ না?"

সারা ঠিক্ পূর্ব্বের মত স্বরে বলিল "আমি দ্বার খুলিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি।"

আলিস্ বলিল "দুষ্কর্ম্ম করিবার অঙ্গীকার পালন করিতে নাই।"

সারা এক গুঁয়ে হইয়া বলিতে লাগিল "আমি অঙ্গীকার করিয়াছি এই মাত্র জানি।" আলিস্ তাহার গোঁয়ার্ত্তা-মিতে এককালে হতাশ হইয়া গবাক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং কিছুক্ষণ তাহার বাহিরের দিকে চাহিতে

লাগিল, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল সারাকে দোষী না করিয়া কি প্রকারে দোষের কাজটী নিবারণ করা যাইতে পারে? ভূমি হইতে গৃহের উচ্চতা দেখিয়া মনে করিল শয়ন গৃহ হোটেলের তৃতীয় তলে, চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর সকল এত উচ্চ যে দ্বার ভিন্ন অন্য কোন পথ দিয়া কেহ বাটীমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। বারংবার দেখিয়া স্থির নিশ্চয় হইয়া গৃহটী পরীক্ষা করিতে লাগিল। ঘরটী সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র, আসবাবের মধ্যে বিছানাটী, সারা তদুপরি শয়ান। একটী গবাক্ষ এবং মাঠুরিণী যে দ্বার খুলিয়া গিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন বাহির হইবার অন্য পথ নাই। আলিস্ একবার শেষ চেষ্টা দেখিবার জন্য সারার দিকে ফিরিল— বলিতে লাগিল "সারা! স্মরণ কবিয়া দেখ পরমেশ্বরের চক্ষু সর্ব্বত্র রহিয়াছে, তিনি পাপ পুণ্য সকলি দেখিতেছেন। তিনি এই গৃহস্বামীর সকল সাধুতা দেখিতেছেন এবং আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে যে পাপ কল্পনা করিতেছি তাহাও জানিতেছেন। যিনি আমাদিগকে এত দয়া করিলেন, তুমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও দয়া প্রদর্শন করিতে যদি না পার, আমার প্রতি দয়া কর, তোমার আপন আত্মার প্রতি দয়া কর"।

সারা ঘুমাইয়া পড়িতেছিল, এখন আলিসের মুখের উপর একবার মাতালের মত তাকাইল। আলিস্ দেখিল তাহাকে বোঝাইবার আর চেষ্টা করা বৃথা, তখন কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহার মনে যে একটী উপায় সঙ্কল্প করিতেছিল তাহাই সুসিদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। সারা তাচ্ছিল্য-

ভাবে যখনি তাহার দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইল, সে এক লাফে গৃহের বাহিরে গিয়া পড়িল, জোরে কবাটটি টানিয়া বন্ধ করিল এবং ডবল কুলুপ আঁটিয়া দিল। এক নিমেষের মধ্যে সকলি সম্পন্ন হইল এবং সারা শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়িতে না পড়িতে সে বরাবর ছুটিয়া চলিল। সারা তাহাকে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে সে আরও দ্রুতবেগে চলিল। চলিতে চলিতে হঠাৎ আলিস্ যেমন একটি কোণ দিয়া ফিরিবে, মাঠুরিণী এবং বারবীরের সম্মুখে পড়িল।

মাঠুরিণী বলিল "মশাই! কেমন, এখন আমার কথায় বিশ্বাস করিতে চান? এই দেখুন সেই দুই বেটির এক জন পলাইবার চেষ্টা করিতেছে।" এই বলিয়া তিনি তাহার হাত জটকাইয়া ধরিলেন।

নির্দ্দোষ বালিকা হঠাৎ এই প্রকারে ধৃত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে মাটির দিকে মস্তক নত এবং দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

বারবীর বলিলেন "বালিকা! বল, তুমি কোথায় যাই-তেছ?"

আলিস্ কোন প্রত্যুত্তর না করায় মাঠুরিণী ঠোঁট খুলিলেন "বাবা ঠাকুর! ও আর কোথায় যাবে মনে করেছেন? ডাকাতের চর, ডাকাতদের জন্যে দরজা খুলিতে যাচ্ছে। আর ডাকাতেরা এখনি হোটেলের ধারে যদি লুকাইয়া না থাকে, আমি যা বলি সব মিথ্যা। আমাদের সকলকে মারিয়া ফেলিবার জন্য তিনবার সঙ্কেতধ্বনি

শুনিয়াছি, যদি না হয় আমার গলা কাটিয়া ফেলুন। এখন যদি ভালাই চান, যতক্ষণ রাত্রি না পোহায়, আপনি উহাকে অন্ধ কারাগারে রাখিয়া দিউন, প্রভাত হইলে জেলার মাজিষ্টরের হাতে সমর্পণ করিব, তিনি অল্পক্ষণের মধ্যে উহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন।"

বারবীর চাক্ষুষ প্রমাণেও যেন প্রত্যয় করিতে চান না, তিনি বলিতে লাগিলেন "দুর্ভাগ্য বালিকা! কথা কহিতেছ না কেন? তুমি কোথায় যাইতেছ, আমাকে বল।"

"মশাই! আপনার যেমন ইচ্ছা আমাকে সেইরূপ দণ্ড দিন" আলিস্ এই বাক্যটী এমন মৃদু ও করুণস্বরে বলিল যে গৃহস্বামী ব্যথিতহৃদয় হইয়া বলিলেন "না, এমন স্বর —এমন কমনীয় মুখ যে কোন পাপে কলঙ্কিত, তাহাত কখনই সম্ভব নয়।"

আলিস্ পুনরায় বলিল "আপনার যেমন ইচ্ছা আমাকে সেইরূপ দণ্ড দিন" তৎপরে যেন ভয়াকুল হইয়া করযোড়ে বলিল "কিন্তু স্যারাকে গৃহের বাহির হইতে দিবেন না! আমি তাহার গৃহ কুলুপবদ্ধ করিয়া আসিয়াছি।"

বারবীর বলিলেন "এ বালিকাটীর ভাব গতিক কিছুই বুঝিতে পারি না। যাহাহউক হে বালিকে! তোমাদের কি কথা আমি শুনিতে চাই, আমাকে বল—"

আলিস্ বলিল মহাশয়! "রাত্রি প্রভাত না হইলে আমি আপনাকে কিছুই বলিতে পারিব না।"

মাঠুরিণী কথা কাটিয়া বলিলেন "ঠিক কথা! আমরা তোমার নিকট বড়ই বাধিত হইলাম। রাত্রি না পোহাইতে

পোহাইতে আমাদের টুঁটী কাটা যাক্ ।” আলিস্ বলিল “মা ঠাকুরাণী! আমাকে অন্ধ কারাগারে বা যেখানে ইচ্ছা বন্ধ করিয়া রাখুন, কিন্তু যতক্ষণ প্রভাত না হয়, কোন কারণে বাটীর দ্বার খুলিবেন না, তাহাহইলে আপনাদের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।”

প্রলোভন বা ভয়প্রদর্শনে আলিসের নিকট হইতে আর কোন কথা বাহির করিতে না পারিয়া বারম্বার তাহাকে একটী অন্ধকারময় কারাগারে রাখিতে বলিলেন এবং পরে হোটেলের দ্বারে একজন দ্বারবান্ রাখিয়া শয়ন করিতে গেলেন। কিন্তু কিছুতেই ঘুম হয় না দেখিয়া তিনি রাত্রি থাকিতেই উঠিলেন এবং সেই ক্ষুদ্র বালিকাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অথবা একবার তাহাকে দর্শন করিতে নিরতিশয় উৎসুক হইয়া তাহার নিকটস্থ হইলেন। কেন এত উৎসুক? বালিকার মুখশ্রী, বালিকার স্বর, তাঁহার হৃদয় প্রোথিত বহু দিনের বিলুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্রেক করিয়া তাঁহাকে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন করিয়াছিল। একাদশ বর্ষ গত হইল, তিনি তাঁহার দুই বৎসরের কন্যাটীকে হারাইয়াছেন, তাহার কারণ কিছুই অবধারণ করিতে পারেন নাই। পারিসের নিকটবর্ত্তী শিশু-পালনালয়ে কন্যাটী রক্ষিত হইয়াছিল। বালিকা হারাইয়াছে এই সংবাদ যখন প্রচারিত হইল, তখন ধাত্রীকে ক্ষিপ্তাবস্থাপন্ন দেখা গেল, তাহার সেই ক্ষিপ্ততা বালিকা হারাইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ অথবা পরবর্ত্তী ফল তাহা স্থিরীকৃত করিতে পারা যায় নাই। ধাত্রী কি উন্মত্ততাবেগে বালিকার প্রাণ সংহার করিল? সাধারণের বিশ্বাস এইরূপ,

কিন্তু শোকার্ত্ত পিতা মাতা অনেক অনুসন্ধান দ্বারাও বালিকার কোন সংবাদ লাভ করিতে পারেন নাই। মাতা কন্যা-বিয়োগের পর পাঁচ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন, তাঁহার লোকান্তর গমনাবধি বারবীর বিপত্নীক অবস্থায় একমাত্র পুত্রে লইয়া কালযাপন করিতেছিলেন।

কিন্তু এক্ষণে সেই দুঃখিনী ক্ষুদ্র বালিকা তাঁহার পত্নীরও বিলুপ্ত স্মৃতি আশ্চর্য্য রূপে পুনরুদ্দীপিত করিয়া দিল। তিনি অবিকল সেই আকৃতি, সেই মুখশ্রী, সেই স্বরভঙ্গী পর্য্যন্ত বালিকাতে দেখিতে পাইলেন। ইহাতে আশা ও ভয় যে যুগপৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে ঘোরতর আন্দোলনে আন্দোলিত করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তিনি বালিকার বিষয়ে যত অনিশ্চিত, আশা ও ভয় তাঁহার হৃদয়ে ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

মন হইতে এই চিন্তা দূর করিয়া একটু নিদ্রা সুখ লাভ করিতে না পারিয়াই বারবীর শয্যা হইতে উঠিলেন এবং একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া লইয়া যেখানে আলিস্‌কে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া কোন শব্দ কর্ণগোচর না হওয়াতে একবার ভাবিলেন "সে এ ঘর হইতেও বা প্রস্থান করিল?" কিন্তু যখন লণ্ঠনের আলো ঘরের কোণে এক গাদা খড়ের উপর পড়িল, দেখিলেন তথায় আলিস্ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন আছে। তিনি নিষ্ঠুর হইয়া সুখনিদ্রা হইতে তাহাকে জাগাইতে পারিলেন না, কিন্তু অদূরে এক শিলা-খণ্ডোপরি উপবিষ্ট হইয়া [বালিকাটীর মস্তকে যাহাতে

আলোক পড়ে এমত ভাবে লণ্ঠনটী রাখিলেন এবং ধীরে ধীরে তাহার মুখমণ্ডল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। নিদ্রাবস্থাতেও বালিকাটীর মুখে সংগোপিত দুঃসহ দুঃখের ছবি মুদ্রিত রহিয়াছে বোধ হইল; তাহার সুকুমার হৃদয় হইতে গভীর দুঃখশ্বাস ঘন ঘন বহির্গত হইতেছিল; তাহার ফুটিত ওষ্ঠাধরের মধ্য হইতে একবার অস্ফুট আর্ত্তস্বর নিঃসারিত হইয়া বারবীরের অন্তঃকরণ ব্যথিত করিতে লাগিল। তাদৃশ নিদ্রিতাবস্থায় বালিকাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তিনি তাহার কণ্ঠে রেশম নির্ম্মিত হরিদ্বর্ণ একটী ফিতা অবলোকন করিলেন, তাহাতে এক খানি পদক ঝুলিতেছিল। দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা মুঠা করিয়া ধরিলেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষিপ্র হস্ত চালনায় আলিস্ জাগ্রৎ হইয়া উঠিল এবং রাত্রিকালে হঠাৎ এক ব্যক্তিকে শয্যার পার্শ্বে দেখিয়া আঁতকিয়া উঠিল।

বারবীর পদক খানি ধরিয়া বলিলেন "তুমি এটী কোথায় পাইলে?"

আলিস্ কিছু মাত্র প্রত্যুত্তর না দিয়া তাহা গলা হইতে খুলিয়া তাঁহার হস্তে দিল। পরে কিছু ব্যস্ত হইয়া বলিল "মহাশয়! অনুগ্রহপূর্ব্বক এখানি আমাকে ফিরাইয়া দিবেন। আমার কণ্ঠ হইতে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ইহা খুলি নাই।"

বারবীর তদুপরি অঙ্কিত কথা গুলি পাঠ করিলেন, কিন্তু আপনার চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বলিলেন "ইহাতে কি খোদিত রহিয়াছে?"

আলিস্ বলিল "কখনও ছাড়িও না। এবং আমিও ইহাকে কখনও ছাড়ি না, সর্ব্বদা কণ্ঠে ধারণ করিয়া থাকি।"

"হা জগদীশ্বর! তোমার কার্য্য মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর। এত বৎসর ধরিয়া শোক সন্তাপ এবং বৃথা চেষ্টা করিয়া এখন কি আমার হারা ধন পাইলাম" বলিতে বলিতে বারবীরের কণ্ঠ রোধ হইল এবং আলিসের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"বৎসে বল বল, আমার প্রতি দয়া করিয়া বল, কোথায় এ পদক পাইলে? কে তোমাকে ইহা দিয়াছে?"

আলিস্ বলিল "ইহা আমার আপনারই এবং সারার মুখে শুনিতে পাই আমার আরও অনেক অলঙ্কার ছিল, কিন্তু সে সকল সোনার বলিয়া দস্যুরা অপহরণ করিয়াছে, ইহার মূল্য যৎসামান্য বলিয়া ইহা লয় নাই।"

বারবীর বলিলেন "সারা! সারা কে?"

"যে বালিকাটীকে আমি ঘরে কুলুপ দিয়া আসিয়াছি। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, সে আমার বিষয় সব জানে, কিন্তু আমাকে বলে না।"

বারবীর তাড়াতাড়ি আলিসের হাত ধরিয়া বলিলেন "আমার সঙ্গে আইস।" তখন দিবা প্রকাশ হইয়াছে, আলিস্ তাহা দেখিবা মাত্র আপনা হইতে বলিয়া উঠিল "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সব বিপদ্ কাটিয়া গিয়াছে।"

বারবীর তাহার হাত ধরিয়া দ্রুতগতি চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বিপদ্?"

"মহাশয়! এখনি সকল অবগত হইবেন। কিন্তু আমি মিনতি করি সারাকে ক্ষমা করিবেন।"

বারবীর তাড়াতাড়ি বদ্ধ গৃহের দিকে চলিতেছেন, পথে মাঠুরিণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরিচারিকা জিজ্ঞাসিলেন "মহাশয়! কোথায় যাইতেছেন?" কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়াতে সঙ্গে সঙ্গে যাওয়াই শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন, এইরূপে তিন জনে একত্রে কুঠারির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বার খুলিয়া দেখিলেন সারা অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। বারবীর একবারে তাহার নিকট গিয়া আর্লিসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "সারা! এ বালিকা কে? আমাকে সত্য সত্য বলিবে, ঠিক্ কথা বলিলে তোমার কোন বিপদ হইবে না।"

সারা বলিল "সূর্য্যোদয় হইয়াছে আমার আপনার লোকেরা চলিয়া গিয়াছে আমি এ পৃথিবীতে এখন একাকী; অতএব সত্য বলিতে আর আমার বাধা কি? আপনি আমাকে মারিতেও পারেন রাখিতেও পারেন।"

বারবীর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "বিলম্ব করিও না, শীঘ্র বল।"

সারা তখনও ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিল "আলিস এবং আমি উভয়েই একদল বেদিয়ার লোক। গত রাত্রে তাহারা পারিস ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং আমরা তাহাদের তরে হোটেলের দ্বার খুলিয়া দিব এইরূপ স্থির ছিল। আমি এ কার্য্য সম্পন্ন করিতাম, আলিস্ কেবল আমাকে কুলুপ দিয়া রাখিয়া করিতে দেয় নাই। অবিকল সত্য যাহা আপনাকে বলিলাম।"

মাঠুরিণী গলা খুলিয়া বলিলেন "আমিত আগে বলিয়াছিলাম—গৃহস্বামী যদি রাগান্বিত ভাবে তাঁহাকে চুপ না

করাইতেন, তিনি যে কত প্রকারে আপনার পরিণামদর্শিতা ও বুদ্ধি চাতুর্য্যের দম্ভ করিতেন বলা যায় না। বারবীর অন্য কথায় মনোযোগ না দিয়া বলিলেন,

"কিন্তু আলিস—আলিস! এ কে? কোথা হইতে আসিল আমাকে বল, আমি আর কিছু জানিতে চাই না।"

সারা বলিল "মহাশয়! ও আমারি ন্যায় একজন অপহৃত বালিকা, বিশেষ এই, সে যেখান হইতে চুরি গিয়াছে আমি জানি; কিন্তু এক ব্যক্তি মাত্র আমার বিষয় জানিত, সে মরিয়া গিয়াছে।"

এখনও সকল কথা ভাঙ্গিয়া না বলাতে বারবীর অস্থির হইয়া বলিলেন "আচ্ছা বালিকা, তার পর?"

সারা বলিল "একাদশ বৎসর গত হইল, মাতা বক্রচিনীর সহিত আমি পারিসের চারিদিক্ ভ্রমণার্থ বাহির হইয়াছিলাম। আমি যখন ভিক্ষা করিতাম, কেহ কখন কিছু না দিয়া থাকিতে পারিত না। তাহার কারণ এই আমি অতি ভাল মানুষের বেশ ধরিতাম এবং মিষ্ট কথা ও লোকভুলান অনেক উপায় শিখিয়াছিলাম, তাহতে লোক মুগ্ধ হইত। এক দিন যেমন একটী পর্ণশালার ধার দিয়া যাইতেছি, মাতা বক্রচিনী একটু জলপানার্থ ঐ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কেহ ছিল না, কেবল দোলার উপর একটী বালিকা ঘুমাইয়াছিল, তাহার গায় অতি উত্তম কেম্ব্রিক ও জরীর পোষাক এবং তাহার গলায় এক ছড়া সোনার হার ছিল বেশ স্মরণ হইতেছে। মা বক্রচিনী শিশুটীকে তুলিয়া লইলেন এবং চিলের মত এত শীঘ্র ছুটিয়া গেলেন যে আমি তাঁহার সঙ্গ

ধরিতে পারিলাম না। পরে দেখি একটী ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি বালিকার বস্ত্রালঙ্কার হরণ করিতেছেন। উহার গলায় সবুজ ফিতায় বাঁধা একখানি পদক ছিল, বস্ত্রচিনী যখন তাহা খুলিতে গেলেন, বালিকা আধ আধ স্বরে "কখন ছাড়িও না—কখনও ছাড়িও না" এই বলিয়া আধ আধ স্বরে এমন চিৎকার করিয়া উঠিল যে তিনি আর না খুলিয়া রাখিয়া দিলেন। তৎপর দিবস আমরা পারিস ছাড়িলাম এবং বেদিয়ারা বালিকাটীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়াই শ্রেয়স্কর বোধ করিল।"

বারবীর বালিকাটীকে বুকে করিয়া আনন্দে চিৎকার করিতে লাগিলেন "আমার কন্যা, আমার কন্যা! আমার বেশ মনে পড়িতেছে, তোমার মাতা সর্ব্বদা ঐ কথা গুলি বলিতেন এবং যখন তোমার গলায় ঐ পদক পরাইয়া দেন, তাহাতে উহা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। বার বার ঐ কথা শুনিয়া তোমার সুকুমার রসনায় উহা উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছিলে। তাহাতেই কেহ তোমার গলা হইতে পদক খুলিতে পারিত না, আমিও যখন খুলিতে যাইতাম "কখনও ছাড়িও না কখন ছাড়িও না" এই কথা বলিতে। কিন্তু হে প্রাণের দুহিতা! যে করুণাময় পরমেশ্বর ভয়ানক এক দল দস্যুর মধ্যে তোমাকে নির্দ্দোষ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া রক্ষা করিয়াছেন; যে অপরিচিত ব্যক্তির ক্ষতি নিবারণ করিতে তুমি এত প্রয়াস করিয়াছিলে তাহাকেই আবার যিনি তোমার পিতা বলিয়া পরিচিত করিয়া তোমার পুরস্কার করিলেন তাঁহাকে আমি কি বলিয়া ধন্য বাদ দিব?"

যাহাহউক আলিসের পক্ষে বিস্ময় ও আনন্দ দুঃসহ হইল। সে তাহা সংবরণ করিতে না পারিয়া পিতার ক্রোড় মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আদর, সান্ত্বনা এবং স্নেহবাক্য কাহাকে বলে অভাগিনী বালিকা এতকাল জানিত না ; এখন পুনরায় চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহা লাভ করিতে লাগিল। তাহার পিতা ভ্রাতার সহিত তাহাকে দেখা করাইতে অতি ব্যস্ত হইলেন এবং বলিলেন "আইস আইস কন্যা জগতের সকলকে আজি আমার হারান ধন দেখাইবার জন্য আমি নিতান্ত অধীর হইয়াছি।"

আলিস্ গদ গদ স্বরে করযোড়ে বলিল "কিন্তু পিতা সারা—"

"কন্যা! তুমি যদি ইচ্ছা কর, সারা তোমার সঙ্গে বরাবর থাকিবে।"

প্রাচীনা বলিলেন "বাছা, তুমি তাহাকে কি আর বিশ্বাস করিতে পার?"

সারা বলিল "আমি যদি একবার অঙ্গীকার করি, আলিস্ অমোকে বিশ্বাস করিতে পারে। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আলিসের ন্যায় সচ্চরিত্র হইতে সচেষ্ট হইব।"

আলিস্ বলিল "আরও আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি আমাদের উভয়কে যেন ভাল করেন। তাহারা আমাদের মনে যে অসৎ বিষয় সকল শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইতে আমাদিগকে যেন উদ্ধার করেন। ঈশ্বরের নিকট কি বলিয়া প্রার্থনা করিতে হয়, আমি শিখিয়াছি "হে ঈশ্বর আমার অন্তরকে নির্ম্মল কর এবং

আমার হৃদয়ে পুনরায় পবিত্র ভাবের সঞ্চার করিয়া দেও।”

বারবীর বলিলেন “প্রাণের দুহিতা! ঈশ্বর তোমার প্রতি যেরূপ বিশেষ করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে যে আমাদের যদি সৎকার্য্য করিবার যথার্থ সরল অভিপ্রায় থাকে, কোন অবস্থাই তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।”

সম্পূর্ণ।

ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত।